দৈনিক ইত্তেফাক

২০

04 MAY, 1996

তারিখ ... ৪/৫/১৯৯৬

পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ২

নীলফামারী জেলায় ৫০ হাজার প্রাথমিক শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষা দেয় নাই

সৈয়দপুর সংবাদদাতা ।। নীলফামারী জেলার ৬টি থানায় ১৯৯৫ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির বার্ষিক পরীক্ষায় প্রায় ৫০ হাজার পরীক্ষার্থী অনুপস্থিত থাকিবার করুণ চিত্র পাওয়া গিয়াছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, জেলার ৬টি থানায় ৪৭২টি সরকারী, ২৯৫টি বেসরকারী রেজিষ্টার্ড এবং রেজিষ্ট্রি বিহীন ২২১টি সহ গোট ৯৮৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। ৯৫ সালে শিক্ষা বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮ শত সেট বই বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়। কিন্তু বর্ষশেষে চূড়ান্ত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২২২ জন ছাত্র-ছাত্রী। ফলে ৪৯ হাজার ৫৭৮ জন ছাত্র-ছাত্রী অনুপস্থিত থাকিয়া যায়।

শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যায়, ৯৫ সালে প্রথম হইতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ডোমার থানায় ৩৫ হাজার

(৪র্থ পৃঃ দ্রঃ)

নীলফামারী জেলায়

(৩য় পৃঃ পর)

৫ শত সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ৩১ হাজার ১৫৪ জন। ডিমলা থানায় ৩৭ হাজার ৮ শত সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ২৫ হাজার ৫৪৬ জন। কিশোরগঞ্জ থানায় ৪৯ হাজার সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় উপস্থিত হয় ৩৫ হাজার ৬৪০ জন। সৈয়দপুর থানায় ৩৫ হাজার ৫ শত সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ২৪ হাজার ৬৪০ জন। সদর থানায় ৫৮ হাজার সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় উপস্থিত হয় ৪৮ হাজার ৫১৬ জন। তবে জলঢাকা থানায় ৫১ হাজার সেট বই বিতরণ করা হইলেও পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে ৫১ হাজার ৭২৬ জন। অর্থাৎ ৭ শত ২৬ জন বেশী। বই বিতরণের ক্ষেত্রে হিসাবের হেরফের করিয়া বই আত্মসাৎ করা হইয়াছে, নাকি বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর এইভাবে খসিয়া পড়িতেছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখা একান্ত প্রয়োজন বলিয়া অভিজ্ঞমহল মনে করেন।